তারিখ ... 04 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... কলাম ... ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঢাকার সাত কলেজের গল্প

মোঃ আল- আমিন

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পড়াশোনা করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসে হাজারো শিক্ষার্থী। বিশ্বজয়ের স্বপ্নলালন করে প্রতিটা শিক্ষার্থীর মনে প্রাণে। এক রাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় আসা প্রতিটা শিক্ষার্থী তাদের স্বপ্নের পিছনে ছুটে। হোক না সেটা আলেয়ার আলো। আসুক না যত বাধা বিপত্তি। কিন্তু সীমিত সংখ্যক সিট আর উচ্চ প্রতিযোগিতার বাজারে অনেকেরই এখানে ভর্তির সুযোগ মেলে না। বিচরণ করা হয়ে উঠে না তাদের স্বপ্নরাজ্যে।

কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবার খবর শুনে প্রায় সবাই খুশি। কিন্তু প্রকৃত তথ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়া মানেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। আর সার্টিফিকেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা হবে ঠিকই কিন্তু প্রতিটা সার্টিফিকেটে তাদের নিজ নিজ কলেজের নাম এবং কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেছে তার উল্লেখ থাকবে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ৭টি কলেজ তিতুমীর কলেজ, ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ এবং বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ১০৪টি । নতুন করে ৭টি যোগ হওয়ায় এর বর্তমান সংখ্যা দাঁড়ায় ১১১টি। এ সাতটি কলেজ যুক্ত হবার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১০৪টি কলেজ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৬৯৮ জন এবং শিক্ষক ৭ হাজার ৫৯১ জন।

পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে কিন্তু নেই কোন রুটিন। পরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু রেজাল্ট হচ্ছে না ঠিক সময় মত। আগে সামগ্রিক তথ্যাদি পাওয়া যেত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে। কিন্তু এখন সেটাও নেই । পরীক্ষার সময়সীমা নির্ধারণের জন্য আন্দোলন করায় মেধাবী ছাত্র সিদ্দিকুরের চোখের আলো তো গেলোই সাথে প্রায় ১২০০ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় ঢাকার শাহবাগ থানায়। সব মিলিয়ে চরম বিপাকে দিন কাটাচ্ছে এই অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আলোর পরশ ভাবা হলেও এর নিচে রয়েছে অন্ধকার। যা বিষাদময়, অপ্রত্যাশিত।

নতুন সাতটি কলেজের মোট অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৬৭ হাজার ২৩৬ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ১৪৯ জন। সুতরাং নিজস্ব ৩১ হাজার ৯৫৫ জন শিক্ষার্থীর বাইরে আরো ২ লাখ ৮ হাজার শিক্ষার্থীর দেখভালের দায়িত্ব এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধে।

সরকারি তিতুমীর কলেজের ২০১১ -২০১২ শিক্ষাবর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ইউছুফ আলী। তার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয় গত ৪ ফেব্রুয়ারি। আর তার কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি। স্বাভাবিকভাবেই ভাইভা পরীক্ষা হওয়ার কথা ঐ মাসেরই শেষ সপ্তাহে অথবা এর পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় এই মৌখিক পরীক্ষা হয় জুলাই মাসের ১৮- ১৯ তারিখ। যা নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় ৬ মাস পর অনুষ্ঠিত হয়। এবার আসা যাক রেজাল্ট এর কথায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলোর ঐ একই পরীক্ষার রেজাল্ট হয় এপ্রিল মাসে। অথচ এই অক্টোবর মাসে এসে প্রায় পরীক্ষার্থীর প্রায় ৮ মাস পরও এখনো রেজাল্টের হদিস পায়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। ইউছুফ আলী বলেন, ভেবেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় আমাদের উপকার হবে। এখন দেখছি উপকারের চেয়ে আমাদের ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। এখনও রেজাল্ট হয়নি। চাকরির জন্য কোথাও দরখাস্তও করতে পারছি না। বাড়ি থেকেও টাকা আনা বন্ধ প্রায়। সব মিলিয়ে এক বিষণ্ন জীবন।

ইডেন কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাবিকুন্নাহারই ভাবলেন, আমাদের পরীক্ষা হবে অক্টোবরের ১৬ তারিখ থেকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের রুটিন দেওয়া হয়নি। সাধারণত পরীক্ষা আরম্ভ হবার এক মাস আগে থেকেই রুটিন হয়। কিন্তু আমাদের কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় আমাদের এখনো পরীক্ষার রুটিন হয় নি। এটা আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপারে বেশ সমস্যা সৃষ্টি করছে।

তিতুমীর কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মাহমুদুল হাসান রবিন বলেন, আমাদের সাথে একই শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে এমন সবাই তাদের তৃতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্টও হবে কয়েক দিন পর । অথচ আমরা এখনো পরীক্ষাই দিতে পারলাম না ।

আমিনুল নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমার বাবা গ্রামের সামান্য এক দিনমজুর। সংসার চলে টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে। বাবা-ভাই কোন রকমে আমার পড়াশোনার খরচ চালাতেন। ইচ্ছা ছিল আমার ফাইনাল পরীক্ষার পর রেজাল্ট হলে সরকারি কোন চাকরির জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু ৬ মাস হয়ে গেল অথচ আমার রেজাল্ট হলো না । আমি বাড়িতে কিছুই জবাব দিতে পারছি না।